অসিত মণ্ডল প্রযোজিত-তারামা চিত্রমের
জয় মা তারা
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
অজিত গাঙ্গুলী
সংগীত · ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
RK

তারামা চিত্রম্ নিবেদিত

জয় মা তারা

প্রযোজনা : অসিত মণ্ডল। কাহিনী, অলংকরণ, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলী। সুর : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। কাহিনী সঙ্কলন ও গীত : সুনীলবরণ। প্রধান সম্পাদক : অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী। চিত্রগ্রহণ : রামানন্দ সেনগুপ্ত। শব্দগ্রহণ : সৌমেন চ্যাটার্জী এবং অনিল দাশগুপ্ত। রূপসজ্জা : ভীম নস্কর। শিল্প নির্দেশনা : সুবোধ দাস এবং গৌর পোদ্দার। কর্মসচীব : সুখেন চক্রবর্তী। ব্যবস্থাপনায় : পাঁচুগোপাল দাস। সঙ্গীতগ্রহণ, শব্দ পুনর্যোজন : সত্যেন চ্যাটার্জী। সাজসজ্জা : ডি আর মেকআপ, বিষ্টু দাস। স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। প্রচার সচিব : ধীরেন মল্লিক

নেপথ্য কণ্ঠ : মান্নাদে, হেমন্ত মুখার্জী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, আরতি মুখার্জী নির্মলা মিশ্র হাসু রায়, নির্মল মুখোপাধ্যায়, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, লোপামুদ্রা ভট্টাচার্য ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারীবৃন্দ— পরিচালক : শংকর রায় ও অরুণ চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিঃ দিলীপ রায়, শ্যামলাল ভট্টাচার্য। সম্পাদক : স্নেহাশীষ গাঙ্গুলী চিত্রগ্রহণ : পিন্টু দাশগুপ্ত, বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী, ও অরিজিৎ ভট্টাচার্য। রূপসজ্জা : বিজয় নন্দন। ব্যবস্থাপনায় : অজিত পাণ্ডে। সঙ্গীত ও শব্দ পুনর্যোজনা : বলরাম বারুই। চিত্রাঙ্কণ : দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। দৃশ্যাঙ্কণ : জগবন্ধু সাউ। আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্মা, তারাপদ মান্না, কাশী কাহার, রামদাস কাহার, হংসরাজ মিথুন ও কাল্টু ভট্টাচার্য।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার : সাধক শ্রীকালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীযমুনানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রম, বামদেব সংঘ, ৺জহর রায়, রমেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ সুকমল চৌধুরী, শৈলেন মল্লিক, সুজিত বসু অপূর্ব্ব মৈত্র, দেবু সিনহা, কীর্তিচন্দ্র দাঁ স্টেট (জোড়াসাঁকো) তারামাতা সেবাইত সংঘ, ডাঃ গুরুপদ পাণ্ডা, গোপাল চট্টোপাধ্যায় শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, শম্ভু-কিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, মদন মোহন পাণ্ডা, তারাপীঠের সকল অধিবাসী, চিত্রা গাঙ্গুলী, শংকর ঘোষ ও সোমনাথ পাল (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—মিনার, বিজলী, ছবিঘর), ডাঃ ডি, কে, রায়চৌধুরী (এম.ডি)

—: রূপায়ণে :—

গুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমকুমার, কালী ব্যানার্জী, বিপিন গুপ্ত, পার্থ মুখার্জী, মোহন চ্যাটার্জী, পদ্মাদেবী, মিতা চ্যাটার্জী সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, মঞ্জুলা, অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী, দিলীপ রায়চৌধুরী, প্রশান্তকুমার, শম্ভু ভট্টাচার্য, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, শঙ্কর ঘোষ, দেবপ্রসাদ দে, রণ গাঙ্গুলী, রূপক মজুমদার, অজিত চ্যাটার্জী, অমর দত্ত, বাদল চন্দ্র দে, আনন্দ মুখার্জী, প্রদীপ নিয়োগী, সুশীল রায়, অরুণ রায়, সঙ্গীতা ব্যানার্জী, গৌরী আডডি, গীতশ্রীদেবী, উমা দত্ত, ঝুমা মুখার্জী, ইন্দ্রানী আডডি শ্যামল ঘোষাল, হারাধন পাত্র, ফকিরকুমার, রজত চক্রবর্তী, পরাণ মুখার্জী. নন্দদুলাল চ্যাটার্জী ও নবাগতা মিতা চ্যাটার্জী

কাহিনী

'জয় মা তারা'

(৺মায়ের লীলাকাহিনীর সারাংশ)

পুণ্যতীর্থ তারাপীঠ

তারাপীঠের পবিত্র মাটিতে ৺তারা মায়ের লীলাখেলার কতই না চিহ্ন আঁকা আছে। বণিক জয় দত্ত থেকে সুরু করে সাধক বামাক্ষ্যাপা পর্যন্ত সে লীলা কাহিনী মায়ের করুণায় সিঞ্চিত হয়ে আজও ভাস্বর হয়ে আছে,—থাকবেও চিরকাল।

—৺তারা মায়ের কৃপায় সর্পাঘাতে মৃত পুরন্দর প্রাণ ফিরে পেল মায়ের জীবিত কুণ্ডের পবিত্রবারি স্পর্শে!

—৺তারা মাকে না পেয়ে প্রকাণ্ড সর্পের নিকট রাণী সুজয়ার আত্মসমর্পনের পূর্বক্ষণে স্বয়ং মা এসে দেখা দিলেন তাঁকে কেন?

—নাটোরের রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণকে যোগাসনে বসালেন ৺মা—সিদ্ধিলাভের জন্য।

—বশিষ্ঠদেবের কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ ৺মা একদিন দেখা দিলেন তাঁরই ইচ্ছামত বিশ্বজননীরূপে। যে রূপে মা আছেন তারাপীঠের মন্দিরে, এই সেই বিশ্বজননীর শিলা ব্রহ্মময়ী রূপ।

—হিন্দুধর্ম্ম বিপন্নকালে মহাদেবের অংশোদ্ভূত হয়ে জন্ম নিলেন ৺মায়ের পরম প্রিয় সন্তান বামাচরণ। অর্থাৎ বামাক্ষ্যাপা! এই বামাক্ষ্যাপার সঙ্গে ৺মায়ের সশরীরে যে লীলাখেলা তার পবিত্র চিত্র, এ কাহিনীর বিশেষ সম্পদ।

[১]

তারাশতনাম

—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

তারিণী তরলা তন্বী তারা তরুণ বল্লরী।
তীব্ররূপা তনুশ্যামা তনুক্ষীণ পয়োধরা ॥
তুরীয়া তরলা তীব্রগমনানিল বাহিনী।
উগ্রতারা জয়া চণ্ডী শ্রীমদেবজটা শিবা ॥
তরুণা শাম্ভবী ছিন্নভালা চ ভদ্রতারিণী।
উগ্রা উগ্রপ্রভা নীলা কৃষ্ণা নীলসরস্বতী ॥
দ্বিতীয়া শোভনী নিত্যা নবীনা নিত্য নূতনা।
চণ্ডিকা বিজয়ারাধ্যা দেবী গগন বাহিনী ॥
অট্টহাস্যা করালাস্যা বরাস্যা দিতি পূজিতা।
সগুণা সগুণারাধ্য হরীন্দ্র দেব পূজিতা ॥
রক্তপ্রিয়া চ রক্তাক্ষী রুধিরাস্যবিভূষিতা।
বলিপ্রিয়া বলিরতা দুর্গা বলবতী বলা ॥
বলপ্রিয়া বলরতা বলরামপ্রপূজিতা।
অর্দ্ধকেশেশ্বরী কেশা কেশবেশ বিভূষিতা ॥
পদ্মমালা চ পদ্মাক্ষী কামাখ্যা গিরিনন্দিনী।
দক্ষিণা চৈব দক্ষা চ দক্ষজা দক্ষিণে রতা ॥
বজ্রপুষ্প প্রিয়া রক্ত প্রিয়া কুসুমভূষিতা।
মাহেশ্বরী মহাদেব প্রিয়া পদ্মবিভূষিতা ॥
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্পা প্রাণরূপিনী।
গান্ধারী পঞ্চমী পঞ্চনদাদি-পরিপূজিতা ॥
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি রহস্যং মরমাদ্ভুতম।
শ্রুত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি তারাদেব্যাঃ প্রসাদতঃ ॥

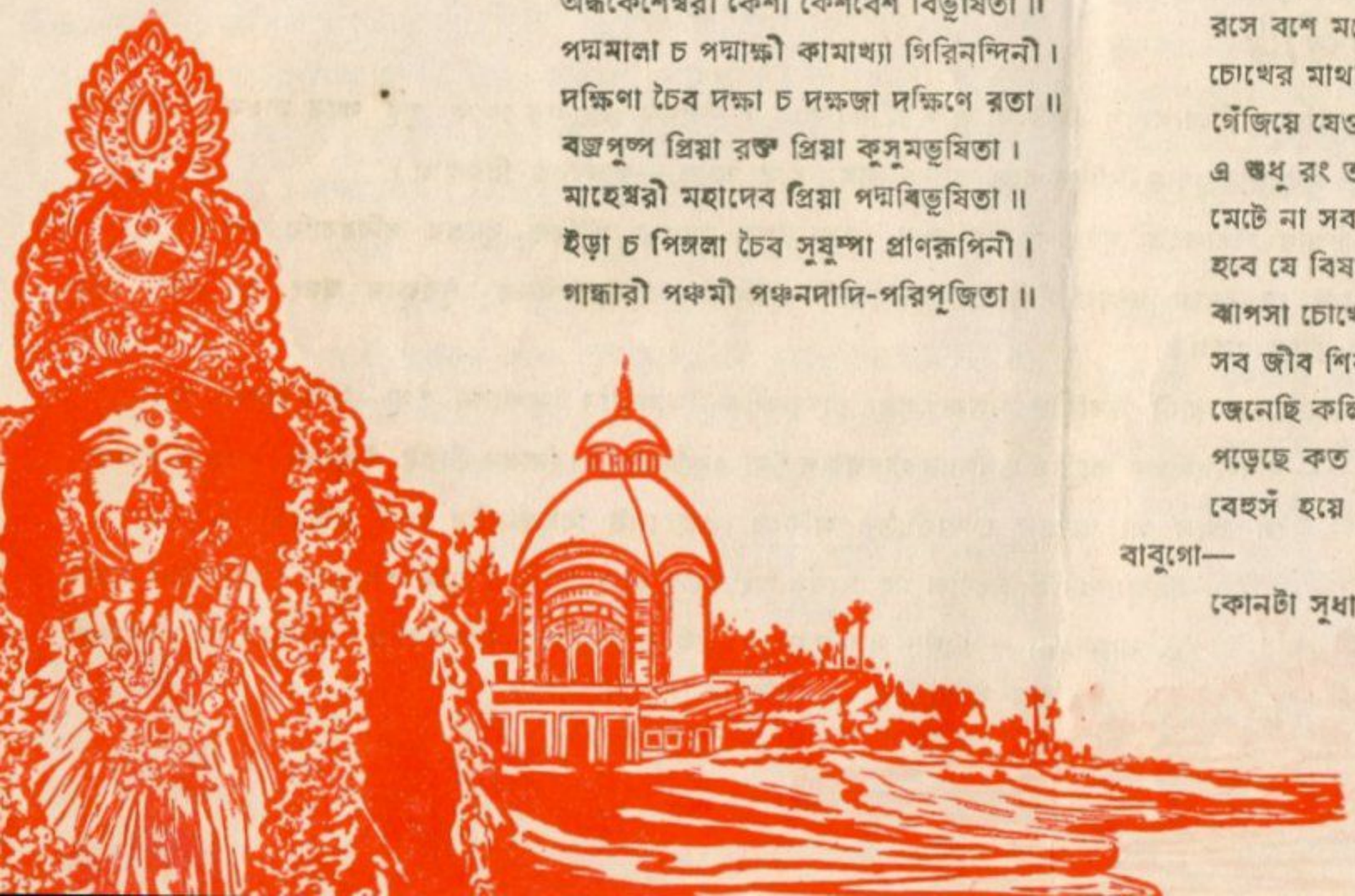

[২]

—মান্না দে

বাবুগো—

গাঁজা খাও দম ভরে
গেঁজিয়ে যেও না
রসে বশে মজে গিয়ে
চোখের মাথা খেও না।
গেঁজিয়ে যেও না ॥
এ শুধু রং তামাসা
মেটে না সব তিয়াসা
হবে যে বিষম দশা
ঝাপসা চোখে চেওনা ॥
সব জীব শিব নয়গো
জেনেছি কলিকালে
পড়েছে কত মানুষ
বেহুঁস হয়ে নেশার জালে ॥

বাবুগো—

কোনটা সুধা কোনটা গরল
কি যে আসল কি যে নকল
চিনতে পারবে যখন
দুঃখ তখন পেওনা ॥

[৩]

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি তারিণী তারা
ত্রিভুবনে বিরাজিগো ত্রিতাপনাশিনী
উগ্রতারা আমি তারিণী তারা।
আমি সগুনা আমি নির্গুনা
আমি সাকারা আমি নিরাকারা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলা
আমারি করুণা ধারা
ত্রিলোক ঈশ্বরী আমি ত্রিনয়নে দেখি
উগ্রতারা, আমি তারিণী তারা ॥
মা বলে যে ডাকে আমায়
করিনে তারে চরণ ছাড়া
অভয়দায়িনী আমি
আমাতে ত্রিতাপ হারা।
আমি শুচি আমি-ই অশুচি
আমি পাপ আমি-ই পুণ্য
আমি ভক্তি আমি শক্তি
আমি মুক্তি ধর্মাধর্ম।
চৈতন্য রূপিনী আমি
অচেতনকে দিই ফাঁকি
উগ্রতারা আমি তারিণী তারা ॥

সংগীত

[৪]

নির্মল মুখোপাধ্যায় ও সমবেত

জয়মা তারা জয়মা তারা জয়মা তারা জয়মা জয়
তারা নামে মাতোয়ারা সবি তারা তারাময়।
বলো তারা জপ তারা জপ তারা তারা নাম
তারিণী তারার ও নামে পুরিবে গো মনস্কাম ॥
মনে তারা জ্ঞানে তারা ধ্যানে তারা সারাৎসার
ত্রিগুন ধারিনী তারা পরাৎ পরা মা আমার ॥
এ অসার সংসারে ভাই তারা নাম করো সার
তারা নামে তারাধামে খুলে যাবে স্বর্গদ্বার ॥

[৫]

—আরতি মুখোপাধ্যায়

মাগো দেখা দাও, দেখা দাও
কোথা তুমি দেখা দাও—মা দেখা দাও।
বড় সঙ্কটে পড়েছি মাগো
আমারে বাঁচাও।
তোমারি চরনে মাগো
নিয়েছি শরণ
যা কিছ আমার
সবি করেছি অর্পণ
তবে কেন কৃপাময়ী
আমারে কাঁদাও ॥
শুনেছি বিপদে মাগো
রক্ষা করো
অভয়া হয়ে মা তুমি
দুহাতে ধরো
দয়া করে একটি বার
সমুখে দাঁড়াও
দেখা দাও মা দেখা দাও ॥

[৬]

—আরতি মুখোপাধ্যায়

দিলপেয়ালার খুশ মেজাজে
খুশীর সুরা নাও ঢেলে নাও
মশগুলোতে রাতটুকু আজ
বেহিসাবে দাও যেতে দাও
ফুলদানীতে ফুলের মতন
দু-দিনের হায় এই তো জীবন
দিল দিওয়ানা হায় মুসাফির
বেখেয়ালে যাও মিশে যাও—

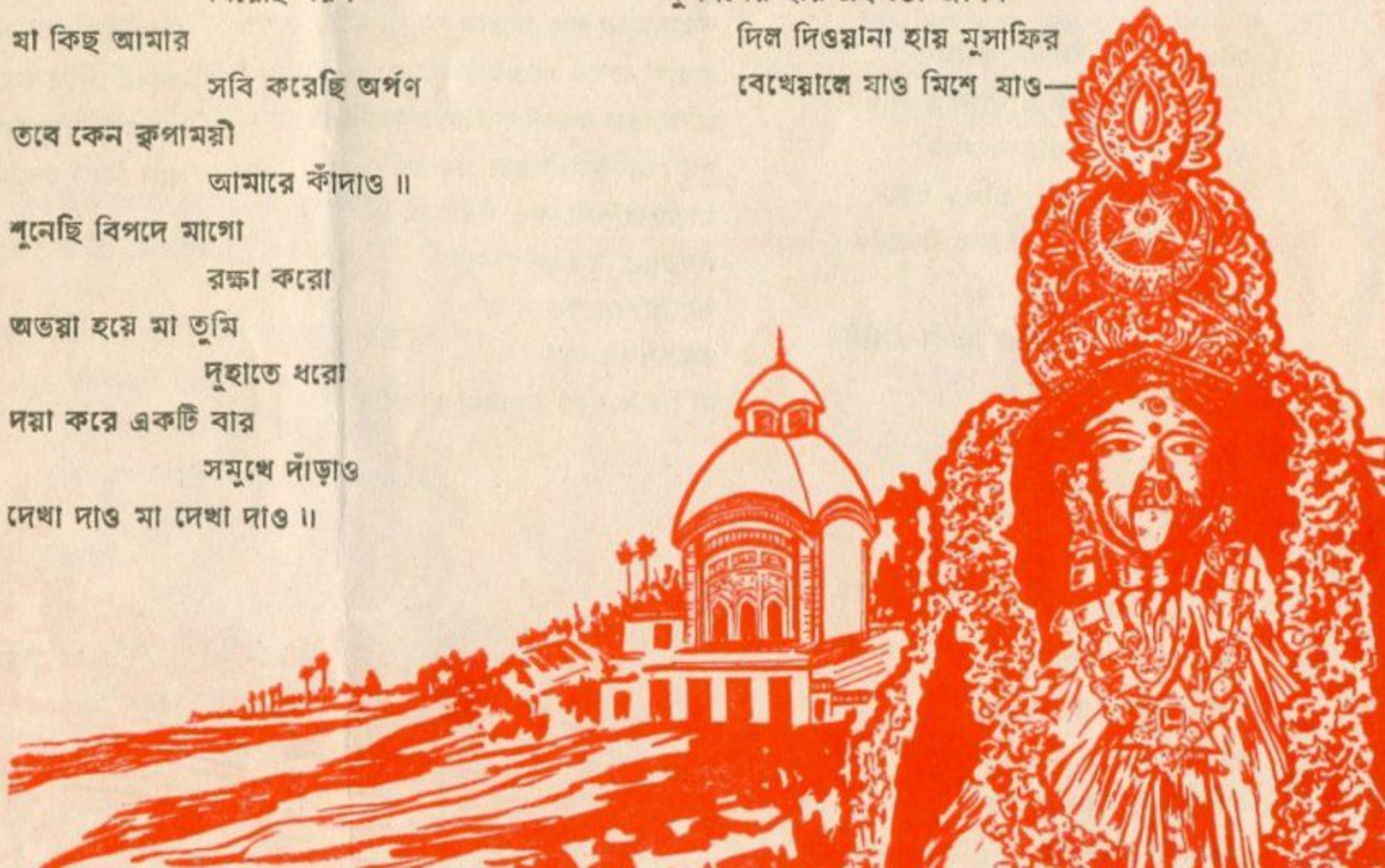

সঙ্গীত

[৭]

—নির্মলা মিশ্র ও হাসু রায়

লীলায়িত তনু যৌবন ভারে
ধরো ধরো বাহু বাঁধনে
আমি যে গো তব সেবা দাসী
প্রণতি রাখিও চরনে
বাহু বাঁধনে—
পরানে চাতকী তৃষা
দিশাহারা আমি বঁধুগো
তুমি যে রসিক ভ্রমর
রসের নাগর
বঁধুগো—

[৮]

—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

ভোগে মত্ত কোরনা মন
যোগে মোক্ষ কর সাধন
বীরাচারে পঞ্চ 'ম' কারে
সংযমে রেখো বাঁধন।
মহানন্দে সহস্রারে
হয় অমৃত ক্ষরন—
অকারনে সুরাপানে
অজ্ঞানে অজ্ঞানে হয়না কারন ॥
জ্ঞানে খড়্গে বলি দিলে
পাপ পুণ্য সম হলে
পরমাত্মাতে মিলালে
হয় চিত্ত শোধন ॥
এ দেহ মধ্যে বড় রহস্য
রজঃ তমঃ দুই মৎস্য
পরমজ্ঞানে শুদ্ধ চেতনে
করগো তারে গ্রহণ ॥
আজ্ঞা চক্র মহাপদ্মে স্নিগ্ধ কুণ্ডলিনী
পূর্ণ জ্যোতিময়ী ব্রহ্ম সনাতনী
মাতৃস্বরূপিনী কর দর্শণ ॥
সহস্রারে শিব ও শক্তি
মহামিলনে হয় মুক্তি
তন্ত্রসর্প বিষধর
না জেনে হস্তে কোরনা ধারণ ॥

[৯]

—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

মনরে—
সঙ সেজে তুই আর কতকাল
রইবি বসে সংসারে
হিসেব নিকেশ করবি কত
আসলে ফাঁক থাকবে ওরে।

মনরে—
একা এসেছিস এ ভবে
একাই শেষে যেতে হবে
বিষয় আশায় কেই বা কবে
সঙ্গে নিতে পেরেছে রে ॥
অনেকদিন তো খেলা হলো
খেলায় খেলায় দিন ফুরালো
সময় থাকতে যাইনা চলো
তারা মায়ের ঐ দরবারে
রইবি ক্যানে সংসারে ॥

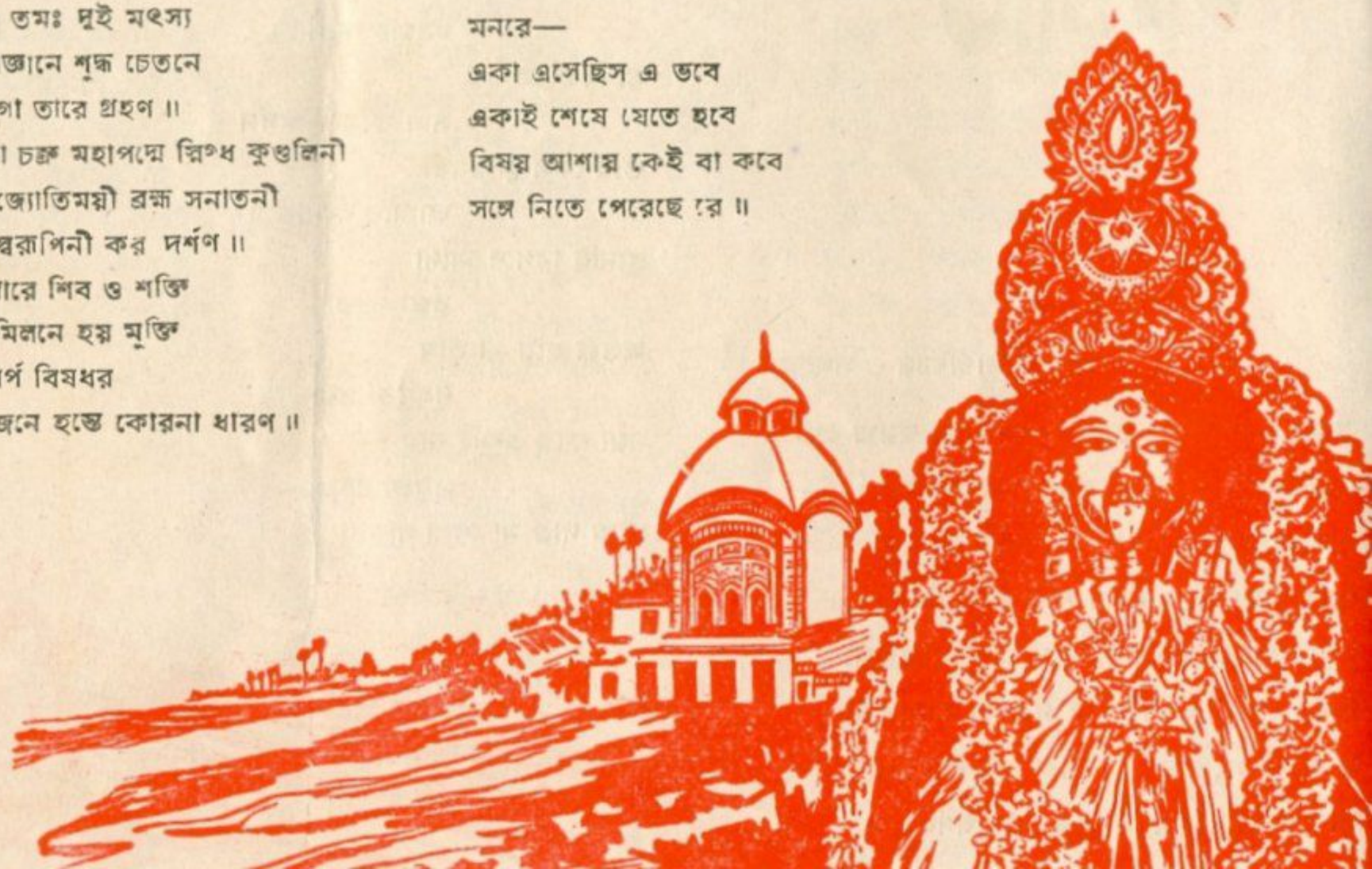

[১০]

লোপামুদ্রা ভট্টাচার্য

খেয়ে নে খেয়ে নে মা
নইলে আমি খাবনি
চোপরদিন থাকবো বসে
পাঠশালাতে যাবনি

[১১]

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও হৈমন্তী শুক্লা

বামা—ওমা !
মাগো তুমি কি আমি কি
আমি কি তুমি কি
বলনা মাগো বলনা ?
মা—কে তুই কে আমি ওরে
আমার মধ্যে তুই তোরই ভিতরে আমি।
বামা—জয়মা তারা জয়মা তারা
জয়মা তারা জয়মা জয়
মা-মা-মাগো কোথায় গেলে আমায় ফেলে
মহাশ্মশানে আঁধার ঢেলে ?

মা—এই তো আমি পাগল ওরে
মা কি কভু থাকতে পারে
মায়ের কোলের ছেলে ছেড়ে।
রথ এনেছি দ্যাখরে চেয়ে
যাব যে আজ মায়ে পোয়ে
তুই রথী আমি সারথী
চলরে ফিরে আপন ঘরে।

বামা—আশ্চর্য্য ভৈরবী তুমি ওমা তারিণী
তোমার লালী আজও আমি বুঝতে পারিনি।
বল মাগো বল আমায় কোথায় নিয়ে চল
পাগল আমি বুঝিনা যে এ কোন তোমার ছল ?

মা—স্বর্গরাজ্যে এসেছ আজ এইতো কৈলাশ
হেথা দেবাদিদেব মহাদেব করেন সুখে বাস।

বামা—আহা এযে দেখি জটাজট মহেশ্বর ধ্যানী
ত্রিনাথের বামে ঐ পর্বতী রাণী
জয় হর জয় জয় পার্বতী মা
ত্রিলোক পালন কর নাই তুলনা।

মা—বামা—

বামা—না—না—তুমি তো আমার মা নও
ওমা তারা কোথা গেলি
কেন হেথা নিয়ে এলি—মা—মা—মা—মা।

[১২]

—শ্রীমতী শান্তি চট্টোপাধ্যায় ও সমবেত

জয় তারা জয় বাম
বলো ভাই অবিরাম
তারা বাম তারা বাম
অহরহ লহ নাম।

জয় তারা জয় বাম
জয় জয় তারা জয় জয় বাম
নাম গানে অবিরত
মুখরিত ধরাধাম ॥

এইচ. এম. ভি.

রেকর্ডে

জয় মা তারা-র

গান শুনুন

পরবর্ত্তী ছবি

মা চিত্রমের

জয় পরাজয়

প্রযোজনা : বাদল দাশগুপ্ত

পরিচালনা : মানু সেন

বিশ্ব পরিবেশনা : মাদ্রাজ সিনে ডিষ্ট্রীবিউটর্স

মুদ্রণে : প্রিণ্টোরিয়েণ্ট, কলিকাতা-৬।